চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৩.০১.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ‘উইনটার কার্নিভাল অ্যান্ড পৌষ পার্বণ’
শিক্ষার পরিপূর্ণতায় প্রয়োজন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: মেয়র ডাক্তার শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য পাঠ্যশিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক চর্চা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্বগুণ ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সাংস্কৃতিক আয়োজন শিক্ষাঙ্গনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্য দৃঢ় করে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ ভবন প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী ‘উইনটার কার্নিভাল অ্যান্ড পৌষ পার্বণ ২.০’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্থাপত্য বিভাগ, গণিত বিভাগ ও ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।এতে উদ্বোধক ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির এবং প্রক্টর মোহাম্মদ সোলাইমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মার্কেটিং ডিসিপ্লিনের কো-অর্ডিনেটর সুলতানা রাজিয়া চৌধুরী। ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক নাঈমা নাজনিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, যে-ষড়ঋতুকে আমরা ভুলতে বসেছি, সেই ষড়ঋতুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋতু হলো শীত। এই শীত ঋতুর পৌষ মাসে আজকে যে-অনুষ্ঠান হচ্ছে, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পড়ালেখায় যে-একঘেয়েমি থাকে, এ ধরনের অনুষ্ঠান সেই একঘেয়েমি দূর করে এবং পড়ালেখায় দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। তিনি ‘বতমান বিশ্বায়নে বড় চ্যালেঞ্জ পরিবেশ দূষণ’ উল্লেখ করে বলেন, দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের ঋতুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিলম্বিত হচ্ছে বর্ষা। কয়েকটি ঋতুর ছোঁয়া অনুভবও করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শহরকে নিরাপদ শহর, ক্লিন, গ্রিন ও হেলদি সিটিতে পরিণত করার জন্য পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে। এজন্য কর্ণফুলীকে দূষণমুক্ত করতে হবে, পাহাড়কাটা বন্ধ করতে হবে, এডিস মশার লার্ভা ধ্বংস করতে হবে। তিনি পরিবেশ দূষণ রোধে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সহায়তা কামনা করেন।উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির বলেন, আজকের অনুষ্ঠান এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিস-এর অংশ। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখার পাশাপাশি কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিস-এর উৎকর্ষ সাধিত হবে। শিক্ষার্থীরাই এটা সম্ভব করবে। তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি। তিনি আরও বলেন, পৌষ পার্বণ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উৎসব আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত কাজ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি করে।বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির বলেন, মাননীয় মেয়র ও মাননীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিকে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রক্টর মোহাম্মদ সোলাইমান চৌধুরী বলেন, উইনটার কার্নিভাল ও পৌষ পার্বণ শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে এমন আয়োজন ক্যাম্পাসকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা রাজিয়া চৌধুরী উইনটার কার্নিভাল ও পৌষ পার্বণকে নবান্ন উৎসব বলে অভিহিত করে এই উৎসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। এই উৎসবে শীতকালীন ঐতিহ্যবাহী নানা ধরনের পিঠাপুলি নিয়ে সাজানো হয় বিভিন্ন স্টল, যা শিক্ষার্থী ও অতিথিদের ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি করে। আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠানটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থাপত্য বিভাগের চেয়ারম্যান হোসেন মুরাদ, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. হারাধন কুমার মহাজন, ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিনের কো-অর্ডিনেটর তাসনিম সুলতানা, ফিন্যান্স ডিসিপ্লিনের কো-অর্ডিনেটর রাজীব দত্ত, অ্যাকাউন্টিং ডিসিপ্লিনের কো-অর্ডিনেটর ড. আহসান উদ্দিন, এইচআরএম ডিসিপ্লিনের কো-অর্ডিনেটর রহিমা বেগম, সহকারী প্রক্টর ড. তাসনিম উদ্দিন চৌধুরী ও রকিবুল হোছাইন, সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী।

চসিকের অভিযান ফিনলে স্কয়ারের ফুড জোনের চার প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও বিক্রির দায়ে ষোলশহর ২ নম্বর গেইটস্থ ফিনলে স্কয়ারের ফুড জোনের চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত। আজ মঙ্গলবার চসিকের এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও বিক্রি করা, খাবারে বিভিন্ন ধরনের

রাসায়নিকের ব্যবহার, বাসী খাবার সংরক্ষণ, পোড়া তৈল বার বার ব্যবহার ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে ক্লাউড নাইন ক্যাফে -কে ২০ হাজার টাকা, সিলিস-কে ১৫ হাজার টাকা, গুডস ইট-কে ১০ হাজার টাকা ও চিল আউট- কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পিআইবির প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে মেয়র
বিএনপি আমলে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি

নির্বাচনের স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচন নিয়ে আজও তেমন কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ওই নির্বাচনগুলো ছিল স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। একইভাবে ২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার নির্বাচন নিয়েও বড় কোনো বিতর্ক নেই। সে সময় সব পক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া সরাসরি দেখেছে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করেছে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের জুলাই বিপ্লব স্মৃতি হলে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর আয়োজনে, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিএমইউজে) সহযোগিতায় চট্টগ্রাম জেলার সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত 'নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ'কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, ১৯৯৪ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী নির্বাচন করেছিলেন এবং সে নির্বাচন নিয়েও কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। জোট সরকারের আমলেও তিনি আবার মেয়র নির্বাচিত হন, তখনও নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক হয়নি। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বিএনপি কখনও নির্বাচনে 'নগ্ন হস্তক্ষেপ'করেনি। তিনি আরও বলেন, গত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আ জ ম নাছির উদ্দীন ও রেজাউল করিম চৌধুরীর ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি দেখা গেছে, মহিউদ্দিন চৌধুরীর সময় সে রকম চিত্র দেখা যায়নি। এতে নির্বাচন ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। মেয়র বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সাংবাদিকতা কেবল খবর পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গণমাধ্যম নেতৃত্ব গঠন, রাজনৈতিক ইমেজ নির্মাণ এবং গণআন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে আশির ও নব্বইয়ের দশকে ছাত্ররাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতির বিকাশে গণমাধ্যম ছিল এক অনিবার্য শক্তি।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহিদুল করিম কচির সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাওলা মুরাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) কাজী মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের উপকমিটির উপদেষ্টা মইনুদ্দীন কাদেরী শওকত, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ডেইলী পিপলস ভিউ সম্পাদক ওসমান গণি মনসুর, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুস্তফা নঈম ও পিআইবি প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন নিপুন। এছাড়া প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশকারীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মোস্তাফিজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম পারভেজ, মাইনুদ্দীন, জীবন মুছা ও আজিজা হক পায়েল।

অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহসভাপতি ডেইজি মওদুদ, অর্থ সম্পাদক আবুল হাসনাত, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রূপম চক্রবর্তী, ক্রীড়া সম্পাদক রুবেল খান, গ্রন্থাগার সম্পাদক মো. শহীদুল ইসলাম, সমাজসেবা ও আপ্যায়ন সম্পাদক হাসান মুকুল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ফারুক আবদুল্লাহ, কার্যকরী সদস্য সাইফুল ইসলাম শিল্পী এবং আরিচ আহমেদ শাহ। প্রসঙ্গত, পিআইবির আয়োজনে দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ১০০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮